খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্য

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক **(৩০ মে, ২০১৩)**

আগামী ১৫ জুন ২০১৩ তারিখে খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন। মোট ৩১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৪৭ জন । এ নির্বাচনে মেয়র পদে ৬ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৮৮ জন এবং সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদে ৪৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ত প্রার্থী হিসাবে মেয়র পদে ৩ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৩৭ জন এবং সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদে ৪৫ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১৮৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য (আয়কর বিবরণীসহ) রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন।

আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এ বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো নির্বাচন কমিশন সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্য। এ সকল তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ভোটারদেরকে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত, **'সুজন'**-এর অনমনীয় প্রচেষ্টার ফলেই নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্চ আদালত ভোটারদের এ অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রার্থীগণ তাদের হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা/জীবিকা, অতীতে এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা হয়েছে কি না, প্রাথী এবং প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, প্রার্থীর ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, কর প্রদানের তথ্য জমা দিয়েছেন। প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	-	১ (৩৩.৩৩%)	১ (৩৩.৩৩%)	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	৩ জন (১০০%)	
কাউন্সিলর	৫১ (৩৭.২২%)	২৩ (১৬.৭৮%)	১৬ (১১.৬৭%)	৩৩ (২৪.০৮%)	১৪ (১০.২১%)	-	১৩৭ জন (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	২১ (৪৬.৬৬%)	৭ (১৫.৫৫%)	৬ (১৩.৩৩%)	১০ (২২.২২%)	১ (২.২২%)	-	৪৫ জন (১০০%)	
সর্বমোট	**৭২ (৩৮.৯১%)**	**৩০ (১৬.২১%)**	**২৩ (১২.৪৩%)**	**৪৫ (২৪.৩২%)**	**১৫ (৮.১০%)**	**-**	**১৮৫** (১০০%)	

(সূত্র: নির্বাচন কমিশন)

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জন এসএসসি, ১ জন এইচএসসি ও ১ জন স্নাতক ডিগ্রীর অধিকারী।
- সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৩৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫১ জনেরই (৩৭.২২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে অর্থাৎ স্বল্প শিক্ষিত। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মোট ৪৭ জন (৩৪.১০%)।
- সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ২১ জন (৪৬.৬৬%) এসএসসি'র নীচে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী মোট ১১ জন (২৪.৪৪%) প্রার্থী।
- মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৮৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭২ জনের (৩৮.৯১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। অপরদিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৬০ জন (৩২.৪৩%)।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	-	৩ (১০০%)	-	-	-	-	-	৩ জন (১০০%)	
কাউন্সিলর	৮ (৫.৮৩%)	৮৯ (৬৪.৯৬%)	১৮ (১৩.১৩%)	৪ (২.৯১%)	১ (০.৭২%)	৫ (৩.৬৪)	১২ (৮.৭৫%)	১৩৭ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	-	৭ (১৫.৫৫%)	৪ (৮.৮৮%)	১ (২.২২%)	২২ (৪৮.৮৮%)	১ (২.২২%)	১০ (২২.২২%)	৪৫ (১০০%)	
সর্বমোট	**৮ (৪.৩২%)**	**৯৯ (৫৩.৫১%)**	**২২ (১১.৮৯)**	**৫ (২.৭০)**	**২৩ (১২.৪৩)**	**৬ (৩.২৪)**	**২২ (১১.৮৯)**	**১৮৫** (১০০%)	

(সূত্র: নির্বাচন কমিশন)

- প্রার্থীদের মধ্যে সিংহভাগেরই পেশা ব্যবসা (৫৩.৬৮%)। সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের বাদ দিলে ৬৫.৭১% (১৪০ জনের মধ্যে ৯২ জন) প্রার্থীই ব্যবসা করেন।
- সংরক্ষিত আসনের ৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২২ জনই গৃহিনী (৪৮.৮৮%)।

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর সকলেই ব্যবসা করেন।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	-	২ (৬৬.৬৬%)	-	২ (৬৬.৬৬%)	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৩০ (২১.৮৯%)	২৮ (২০.৪৩%)	৫ (৩.৬৪%)	-	১৩৭ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	৩ (৬.৬৬%)	-	-	-	৪৫ (১০০%)	
সর্বমোট	**৩৩ (১৭.৮৩%)**	**৩০ (১৬.২১%)**	**৫ (২.৭০%)**	**২ (১.০৮%)**	১৮৫ (১০০%)	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিকারী ৩ জন প্রার্থীর কারো বিরুদ্ধেই বর্তমানে মামলা নেই। তবে সকলের বিরুদ্ধেই অতীতে ফৌজদারী মামলা ছিল। তালুকদার আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় ৩টি মামলা ছিল।
- সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের ১৩৭ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৩০ জনের (২১.৮৯%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ২৮ জনের (২০.৪৩%) বিরুদ্ধে মামলা ছিল। বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা আছে ৫ জনের (৩.৬৪%) বিরুদ্ধে ।
- সংরক্ষিত নারী আসনের ৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৩ জনের ৩ (৬.৬৬%) বিরুদ্ধে মামলা আছে।
- সর্বমোট ১৮৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৩ জন (৩৪.০৫%) অতীত ও বর্তমানে মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তার মধ্যে ৩০২ ধারার মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল ৭ জনের (৩.৩৮%)।

সম্পদের তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	১০৫ (৭৬.৬৪%)	২৩ (১৬.৭৮%)	৩ (২.১৮%)	১ (০.৭২%)	২ (১.৪৫%)	২ (১.৪৫%)	-	১ (০.৭২%)	১৩৭ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	৪৪ (৯৭.৭৭%)	১ (২.২২%)	-	-	-	-	-	-	৪৫ (১০০%)	
সর্বমোট	**১৫০ (৮১.০৮%)**	**২৪ (১২.৯৭%)**	**৩ (১.৬২%)**	**২ (১.০৮%)**	**২ (১.০৮%)**	**২ (১.০৮%)**	**১ (০.৫৪%)**	**১ (০.৫৪%)**	**১৮৫** (১০০%)	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৮৫ জন প্রার্থীর অধিকাংশেরই (১৫০ জন বা ৮১.০৮ %) সম্পদই ৫ লক্ষ টাকার নীচে। অর্থাৎ তাঁরা স্বল্প সম্পদের মালিক।
- সকল প্রার্থীর মধ্যে ১ জন মেয়র ও ২জন কাউন্সিলর প্রার্থী কোটিপতি।
- মেয়র তথা সকল প্রার্থীর মধ্যে তালুকদার আব্দুল খালেকের সম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তাঁর মোট সম্পদের পরিমান ৯,৮০,৪১,২৯১ টাকা। মো: মনিরুজ্জামান ও মো: শফিকুল ইসলাম মধুর সম্পদের পরিমান যথাক্রমে ২৯,৫৫,৫৩৭ টাকা ও ২,৫০,০০০ টাকা।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	-	-	-	-	৩ (১০০%)	২ জনের (৬৬.৬৬%) দায়-দেনা নেই।
কাউন্সিলর	৩ (২.১৮%)	৪ (২.৯১%)	৪ (২.৯১%)	২ (১.৪৫%)	-	৩ (২.১৮%)	১ (০.৭২%)	১৩৭ (১০০%)	১২০ জনের (৮৭.৫৯%) দায়- দেনা নেই।
মহিলা কাউন্সিলর	৩ (৬.৬৬%)	-	-	-	-	-	-	৪৫ (১০০%)	৪২ জনের (৯৩.৩৩%) দায়-দেনা নেই।
সর্বমোট	৭ (৩.৭৮%)	৪ (২.১৬%)	৪ (২.১৬%)	২ (১.০৮%)	-	৩ (১.৬২%)	১ (০.৫৪%)	১৮৫ (১০০%)	১৬৪ জনের (৮৮.৬৪%) দায়-দেনা নেই।

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র তালুকদার আব্দুল খালেকের হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, খুলনা থেকে ৩,৮৫,০০০ টাকা দায়-দেনা রয়েছে। জনের ঋণ/দায়-দেনা রয়েছে।
- ১৮৫ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২১জন (১১.৩৫%) ঋণ গ্রহীতা।

আয় ও কর সংক্রান্ত তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

নাম	বার্ষিক আয়		করযোগ্য আয়	প্রদত্ত করের পরিমাণ	পারিবারিক ব্যয় (বাৎসরিক)	মন্তব্য
	নিজের	নির্ভরশীল				
তালুকদার আব্দুল খালেক	৪,৬৩,১৬,৫২৭/-	৬৯,৫০,৪৫০/-	৭,১৭,৭২৭/-	৫৩,১৩৭	৫,১২,৫৯৩/-	
মো: মনিরুজ্জামান	২,০০,০০০/-	-	-	-	১,৬০,০০০/-	
মো: শফিকুল ইসলাম মধু	২১,৫৬,০০০/-	-	১৭,৯৬,০০০/-	২,৯৯,০৫২.৮০	৫,৯৯,০৫৩/-	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে তালুকদার আব্দুল খালেক ও মো: শফিকুল ইসলাম মধু করদাতা। বিগত অর্থবছরে তাঁদের করের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৭,১৭,৭২৭/= ও ১৪,৩৭,৩২০/= টাকা।
- ৩ জন প্রার্থীই বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয় হিসাবে যে পরিমান টাকা উল্লেখ করেছেন, তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আসুন, ভোটারদের জ্ঞাতার্থে প্রার্থীদের তথ্যগুলো তুলে ধরি, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। একইসঙ্গে সকলেই সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলি-

আমার ভোট আমি দেব
জেনে-শুনে-বুঝে দেব
সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীকে দেব

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:
www.votebd.org

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্য

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক **(৩০ মে, ২০১৩)**

আগামী ১৫ জুন ২০১৩ তারিখে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন। মোট ৩০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯২৭ জন । এ নির্বাচনে মেয়র পদে ৬ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৮৩ জন এবং সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদে ৬৯ জন, সর্বমোট ২৫৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ত প্রার্থী হিসাবে মেয়র পদে ৩ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৫৪ জন এবং সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদে ৬৬ জন অর্থাৎ সর্বমোট ২২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য (আয়কর বিবরণীসহ) রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন।

আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এ বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো নির্বাচন কমিশন সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্য। এ সকল তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ভোটারদেরকে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত, **'সুজন'**-এর অনমনীয় প্রচেষ্টার ফলেই নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্চ আদালত ভোটারদের এ অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রার্থীগণ তাদের হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা/জীবিকা, অতীতে এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা হয়েছে কি না, প্রাথী এবং প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, প্রার্থীর ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, কর প্রদানের তথ্য জমা দিয়েছেন। প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	-	-	-	২ (৬৬.৬৬%)	১ (৩৩.৩৩%)	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৬৫ (৪২.২০%)	২৩ (১৪.৯৩%)	৩৩ (২১.৪২%)	২০ (১২.৯৮%)	১২ (৭.৭৯%)	১ (০.৬৪)	১৫৪ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	৩৭ (৫৬.০৬%)	১১ (১৬.৬৬%)	১২ (১৮.১৮%)	৩ (৪.৫৪%)	৩ (৪.৫৪%)	-	৬৬ (১০০%)	
সর্বমোট	**১০২ (৪৫.৭৩%)**	**৩৪ (১৫.২৪%)**	**৪৫ (২০.১৭%)**	**২৫ (১১.২১%)**	**১৬ (৭.১৭%)**	**১ (০.৪৪%)**	**২২৩ (১০০%)**	

(সূত্র: নির্বাচন কমিশন)

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জন (৬৬.৬৬%) স্নাতক এবং ১ জন (৩৩.৩৩%) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী। তাই একথা বলা যায় যে, ৩ জন প্রার্থীই শিক্ষিত।
- সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৫ জনেরই (৪২.২০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মোট ৩২ জন (২০.৭৭%)। সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীর উল্লেখযোগ্য অংশই (৪২.২০%) স্বল্প শিক্ষিত।
- সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৩৭ জন (৫৬.০৬%) এসএসসি'র নীচে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী মোট ৬ জন (৯.০৮%) প্রার্থী। সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের অধিকাংশই স্বল্পশিক্ষিত।
- মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০২ জনেরই (৪৫.৭৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। অপরদিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৪১ জন (১৮.৩৮%)। সকল প্রার্থীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থীই স্বল্প শিক্ষিত।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	-	২ (৬৬.৬৬%)	-	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	২০ (১২.৯৮%)	১০১ (৬৫.৫৪%)	১৮ (১১.৬৮%)	২ (১.২৯%)	১ (০.৬৪%)	১১ (৭.১৪%)	১ (০.৬৪%)	১৫৪ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	-	৭ (১০.৬০%)	৩ (৪.৫৪%)	-	৪১ (৬২.১২%)	৭ (১০.৬০%)	৮ (১২.১২%)	৬৬ (১০০%)	
সর্বমোট	**২০ (৮.৯৬%)**	**১১০ (৪৯.৩২%)**	**২১ (৯.৪১%)**	**৩ (১.৩৪%)**	**৪২ (১৮.৮৩%)**	**১৮ (৮.০৭%)**	**৯ (৪.০৩%)**	**২২৩ (১০০%)**	

(সূত্র: নির্বাচন কমিশন)

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনই ব্যবসায়ী, ১ জন আইনজীবি।
- প্রার্থীদের প্রায় অর্ধেকই ব্যবসায়ী (১১০ জন বা ৪৯.৩২%)। সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের বাদ দিলে ৬৫.৬০% (১০৩ জন) প্রার্থীর পেশাই ব্যবসা।
- সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের অধিকাংশই গৃহিনী (৬৬ জনের মধ্যে ৪১ জন বা ৬২.১২%)।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ (৬৬.৬৬%)	৩ (১০০%)	-	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৩৯ (২৫.৩২%)	৩৫ (২২.৭২%)	৪ (২.৫৯%)	২ (১.২৯%)	১৫৪ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	৫ (৭.৫৭%)	১ (১.৫১%)	-	-	৬৬ (১০০%)	
সর্বমোট	**৪৬ (২০.৬২%)**	**৩৯ (১৭.৪৮%)**	**৪ (১.৭৯%)**	**২ (০.৮৯%)**	**২২৩ (১০০%)**	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিকারী ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (৬৬.৬৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে এবং ৩ জনের (১০০%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল। জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান (লিটন) এর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও বর্তমানে নেই। জনাব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন ও জনাব মো: হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং বর্তমানেও মামলা রয়েছে।
- সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের ১৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৩৯ জনের (২৫.৩২%) বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ৩৫ জনের (২২.৭২%) বিরুদ্ধে মামলা ছিল। বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা আছে ৪ জনের এবং অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা ছিলো ২ জনের বিরুদ্ধে।
- সংরক্ষিত নারী আসনের ৬৬ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৫ জনের (৭.৫৭%) বিরুদ্ধে মামলা আছে। অতীতে ছিল ১ জনের (১.৫১%) বিরুদ্ধে মামলা ছিলো। কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধেই ৩০২ ধারায় মামলা ছিল না বা নেই।
- প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে অতীত বা বর্তমানে মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে বা ছিল ৮৫ জনের (৩৮.১%) বিরুদ্ধে। ভবিষ্যত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার এই হারটি উল্লেখযোগ্য।

সম্পদের তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	১ (৩৩.৩৩%)	-	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	১১৭ (৭৫.৯৭%)	১৯ (১২.৩৩%)	৫ (৩.২৪%)	৪ (২.৫৯%)	৩ (১.৯৪%)	২ (১.২৯%)	-	৪ (২.৫৯%)	১৫৪ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	৫২ (৭৮.৭৮%)	৭ (১০.৬০%)	২ (৩.০৩%)	১ (১.৫১%)	-	-	-	৪ (৬.০৬%)	৬৬ (১০০%)	
সর্বমোট	**১৬৯ (৭৫.৭৮%)**	**২৬ (১১.৬৫%)**	**৮ (৩.৫৮%)**	**৬ (২.৬৯%)**	**৩ (১.৭৯%)**	**৩ (১.৩৪%)**	**-**	**৮ (৩.৫৮%)**	**২২৩ (১০০%)**	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের মোট সম্পদের পরিমান প্রায় ২কোটি টাকা (১,৯৪,২৯,১৯৮ টাকা), মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন ১৬,১২,১৫৫ টাকা এবং মোঃ হাবিবুর রহমানের ৪৩,৮৫,০০০ টাকা। ৩ জন প্রার্থীর একজন কোটিপতি।
- ১৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২জন (১.২৯%) কোটিপতি। অধিকাংশই (১১৭ জন বা ৭৫.৯৭%) স্বল্প সম্পদের অধিকারী।
- ৬৬ জন সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর অধিকাংশই (৫২জন বা ৭৮.৭৮%) স্বল্প সম্পদের মালিক।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২২৩ জন প্রার্থীর অধিকাংশেরই (১৬৯ জন বা ৭৫.৭৮%) সম্পদই ৫ লক্ষ টাকার নীচে। কোটিপতি মাত্র ৩ জন।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ১০ কোটি	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	-	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	৩ (১০০%)	দায়-দেনা নেই ১ (৩৩.৩৩%) জনের
কাউন্সিলর	১৩ (৮.৪৪%)	৮ (৫.১৯%)	২ (১.২৯%)	২ (১.২৯%)	১ (০.৬৪%)	-	-	১৫৪ (১০০%)	দায়-দেনা নেই ১২৮ (৮৩.১১%) জনের
মহিলা কাউন্সিলর	৩ (৪.৫৪%)	-	-	-	-	-	-	৬৬ (১০০%)	দায়-দেনা নেই ৬৩ (৯৫.৪৫%) জনের
সর্বমোট	১৬ (৭.১৭%)	৯ (৪.০৩%)	২ (০.৮৯%)	২ (০.৮৯%)	২ ০.৮৯%)	-	-	২২৩ (১০০%)	দায়-দেনা নেই ১৯২ (৮৬.০৯%) জনের

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৩ জনের মধ্যে ২ জনের ঋণ/দায়-দেনা রয়েছে। এর মধ্যে এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের ৩২ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৭৪ টাকা এবং মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন এর ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৭৩ টাকা ঋণ/দায়-দেনা রয়েছে।
- সাধারণ ওয়ার্ডের ১৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে মোট ঋণ গ্রহীতা ২৬ জন (১৬.৮৫%)।
- সংরক্ষিত আসনের ৬৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ (৪.৫৪%) জন ঋণ গ্রহীতা, যার মধ্যে কোটি টাকার ঘরে কারো ঋণ নেই।
- সর্বমোট ২২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯২ (৮৬.০৯%) জনই ঋণ গ্রহীতা নন।

আয় ও কর সংক্রান্ত তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

নাম	বার্ষিক আয়		করযোগ্য আয়	প্রদত্ত করের পরিমাণ	পারিবারিক ব্যয় (বাৎসরিক)	মন্তব্য
	নিজের	নির্ভরশীল				
এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন	৫৮,৭৫,৭৭২/-	-	৫৮,৭৫,৭৭২	১৩,১৭,৯৪৩	৮,৫৬,২৭৮/-	
মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন	১,৯২,০০০/-	-	১,৯২,০০০	-	১,৮২,০০০/-	আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি
মো: হাবিবুর রহমান	২,০৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	-	-	-	আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের প্রদত্ত করের তথ্য উল্লেখ থাকলেও অন্য দু'জনের এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের প্রদত্ত করের পরিমান ১৩,১৭,৯৪৩ টাকা।

আসুন, ভোটারদের জ্ঞাতার্থে প্রার্থীদের তথ্যগুলো তুলে ধরি, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। একইসঙ্গে সকলেই সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলি-

আমার ভোট আমি দেব
জেনে-শুনে-বুঝে দেব
সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীকে দেব

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:
www.votebd.org

সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্য

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩০ মে, ২০১৩)

আগামী ১৫ জুন ২০১৩ তারিখে সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচন। মোট ২৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৭ জন । এ নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসাবে মেয়র পদে ৩ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৩৬ জন এবং সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য (আয়কর বিবরণীসহ) রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন।

আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এ বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো নির্বাচন কমিশন সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্য। এ সকল তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ভোটারদেরকে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত, **'সুজন'**-এর অনমনীয় প্রচেষ্টার ফলেই নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্চ আদালত ভোটারদের এ অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রার্থীগণ তাদের হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা/জীবিকা, অতীতে এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা হয়েছে কি না, প্রাথী এবং প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, প্রার্থীর ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, কর প্রদানের তথ্য জমা দিয়েছেন। প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	২ (৬৬.৬৬%)	-	১ (৩৩.৩৩%)			-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৬৮ (৪৮.৯২%)	১৯ (১৩.৬৬%)	২০ (১৪.৩৮%)	১৭ (১২.২৩%)	১৫ (১০.৭৯%)	-	১৩৯ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	২৩ (৬৫.৭১%)	৫ (১৪.২৮%)	১ ২.৮৫%)	২ (৫.৭১%)	৩ (৮.৫৭%)	১ (২.৮৫%)	৩৫ (১০০%)	
সর্বমোট	**৯৩ (৫২.৫৪%)**	**২৪ (১৩.৫৫%)**	**২২ (১২.৪২%)**	**১৯ (১০.৭৩%)**	**১৮ (১০.১৬%)**	**১ (০.৫৬%)**	**১৭৭ (১০০%)**	

(সূত্র: নির্বাচন কমিশন)

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীই স্বল্প শিক্ষিত; ২জন (৬৬.৬৬%) এসএসসির নীচে ও ১ জন (৩৩.৩৩%) এইচএসসি পাস করেছেন।
- সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৬৮ জনেরই (৪৮.৯২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মোট ৩২ জন (২৩.০২%)।
- সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই অর্থাৎ ২৩ জন (৬৫.৭১%) এসএসসি'র নীচে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী মোট ৫ জন (১৪.২৮%) প্রার্থী।
- মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯৩ জনেরই (৫২.৫৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। অপরদিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৩৭ জন (২০.৮৯%)।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	-	২ (৬৬.৬৬%)	-	-	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	-	১০৭ (৭৬.৯৭%)	৯ (৬.৪৭%)	৫ (৩.৫৯%)	-	১২ (৮.৬৩%)	৬ (৪.৩১%)	১৩৯ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	-	১ (২.৮৫%)	-	৩ (৮.৫৭%)	২৩ (৬৫.৭১%)	৬ (১৭.১৪%)	২ (৫.৭১%)	৩৫ (১০০%)	
সর্বমোট	-	**১১০ (৬২.১৪%)**	**৯ (৫.০৮%)**	**৮ (৪.৫১%)**	**২৩ (১২.৯৯%)**	**১৮ (১০.১৬%)**	**৯ (৫.০৮%)**	**১৭৭ (১০০%)**	

(সূত্র: নির্বাচন কমিশন)

- প্রার্থীদের মধ্যে সিংহভাগেরই পেশা ব্যবসা ১১০ জন বা (৬২.১৪%) ।
- সংরক্ষিত আসনের ৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩ জনই গৃহিনী (৬৫.৭১%)।
- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জন প্রার্থী ব্যবসাকে পেশা হিসেবে উল্লেখ করেন। মো ছালাহউদ্দিন রিমন তার হলফনামায় পেশার উল্লেখ করেননি।
- একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ১৭৪ জনের মধ্যে কোন প্রার্থীই কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত নন।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ (৬৬.৬৬%)	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৩৫ (২৫.৭৩%)	২৫ (১৮.৩৮%)	২ (১.৪৭%)	২ (১.৪৭%)	১৩৯ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	১ (২.৮৫%)	১ (২.৮৫%)	-	-	৩৫ (১০০%)	
সর্বমোট	**৩৮ (২১.৮৩%)**	**২৭ (১৫.৫১%)**	**২ (১.১৪%)**	**২ (১.১৪%)**	**১৭৭** (১০০%)	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিকারী ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে এবং ১ জনের (বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল।
- সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের ১৩৪ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৩৫ জনের ((২৫.৭৩%)বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ২৫ জনের (১৮.৩৮%)বিরুদ্ধে মামলা ছিল। বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা আছে ২ জনের এবং অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা ছিলো ২ জনের।
- সংরক্ষিত নারী আসনের ৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ১ জনের বিরুদ্ধে মামলা আছে। অতীতে ছিল ১ জনের বিরুদ্ধে মামলা ছিলো, এর মধ্যে ৩০২ ধারার কোন মামলা ছিল না।
- সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে অতীত বা বর্তমানে মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল ৬৫ (৩৭.৩৫%) জনের।

সম্পদের তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	১	-	-	-	-	১	১	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৯৫ (৬৮.৩৪%)	২৭ (১৯.৪২%)	৮ (৫.৭৫)	৬ (৪.৩১%)	১ (০.৭১%)	১ (০.৭১%)	১ (০.৭১%)	-	১৩৯ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	২৭ (৭৭.১৪%)	৫ (১৪.২৮%)	-	৩ (৮.৫৭%)	-	-	-	-	৩৫ (১০০%)	
সর্বমোট	**১২৩ (৬৯.৪৯%)**	**৩২ (১৮.০৭%)**	**৮ (৪.৫১%)**	**৯ (৫.০৮%)**	**১ (০.৫৬%)**	**২ (১.১২%)**	**২ (১.১২%)**	-	**১৭৭ (১০০%)**	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৭৭ জন প্রার্থীর অধিকাংশেরই (১২৩ জন বা ৬৯.৪৯%) সম্পদই ৫ লক্ষ টাকার নীচে।
- মোট ১৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪ জন কোটিপতি। ১ জন করে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ ৫ কোটি টাকার মধ্যে এবং একইভাবে ১জন করে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ ৫ কোটি টাকার উপরে।
- মেয়র প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী ও বদরুদ্দিন আহম্মদ কামরানের সম্পদের পরিমান যথাক্রমে ৩,৯৯,২৭,৫১৩/ ও ৫,০০,৬২,৬২৪/ টাকা। ছালাহউদ্দিন রিমনের মোট সম্পদের পরিমান ৪৫,০০০ টাকা।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	-	-	-	-	-	১	-	-	৩ (১০০%)	২ জনের (৬৬.৬৬%) দায়-দেনা নেই
কাউন্সিলর	৯ (৬.৪৭%)	৭ (৫.০৩%)	৩ (২.১৫%)	১ (০.৭১%)	২ (১.৪৩%)	১ (০.৭১%)	২ (১.৪৩%)	-	১৩৯ (১০০%)	১১২ জনের (৮২.৩৫%) দায়-দেনা নেই
মহিলা কাউন্সিলর	১ (২.৮৫%)	-	-	-	-	-	-	-	৩৫ (১০০%)	৩৪ জনের (৯৭.১৪%) দায়-দেনা নেই
সর্বমোট	১০ (৫.৬৪%)	৭ (৩.৯৫%)	৩ (১.৬৯%)	১ (০.৫৬%)	২ (১.১২%)	২ (১.১২%)	২ (১.১২%)	-	১৭৭ (১০০%)	১৪৮ জনের (৮৫.০৫%) দায়-দেনা নেই

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- ১ জন মেয়র প্রার্থী ও ১জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীসহ মোট ২৭ জন (১৫.২%) প্রার্থীর দায়-দেনা রয়েছে।
- মেয়র প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরীর ৩টি প্রতিষ্ঠানের কাছে মোট ১,৮৪,৬৬, ০৭৭ টাকা দেনা রয়েছে।

আয় ও কর সংক্রান্ত তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

নাম	বার্ষিক আয়		করযোগ্য আয়	প্রদত্ত করের পরিমাণ	পারিবারিক ব্যয় (বাৎসরিক)	মন্তব্য
	নিজের	নির্ভরশীল				
আরিফুল হক চৌধুরী	৬,৭৬,৯৪৬/-	৫,০৬,৫৮৭/-	৬,৭৬,৯৪৮	৫৬,৫৪৩	৪,৪৫,৮৪০/-	
ছালাহউদ্দিন রিমন	-	-	-	-	-	
বদরউদ্দিন আহম্মদ কামরান	১৫,৪৯,৯৮৮/-	-	১০,২৪,৯৮৮	১,১৪,৩৯৮	৪,৬৪,২৬৯/-	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে আরিফুল হক চৌধুরী ও বদরউদ্দিন আহম্মদ কামরান করদাতা। বিগত অর্থবছরে তাঁদের করের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৫৬,৫৪৩/= ও ১,১৪,৩৯৮/= টাকা। ছালাহউদ্দিন রিমন আয়করের আওতাভূক্ত নন।

আসুন, ভোটারদের জ্ঞাতার্থে প্রার্থীদের তথ্যগুলো তুলে ধরি, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। একইসঙ্গে সকলেই সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলি-

আমার ভোট আমি দেব
জেনে-শুনে-বুঝে দেব
সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীকে দেব

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:
www.votebd.org

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্য

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক **(৩০ মে, ২০১৩)**

আগামী ১৫ জুন ২০১৩ তারিখে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন। মোট ৩০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ১০ হাজার ৫৩০ জন । এ নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসাবে মেয়র পদে ৩ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১১৫ জন এবং সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদে ৪৭ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১৬৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য (আয়কর বিবরণীসহ) রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন।

প্রার্থীগণ তাদের হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা/জীবিকা, অতীতে এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা হয়েছে কি না, প্রাথী এবং প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, প্রার্থীর ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, কর প্রদানের তথ্য জমা দিয়েছেন। প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	১ (৩৩.৩৩%)	১ (৩৩.৩৩%)	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৪৪ (৩৮.২৬%)	২০ (১৭.৩৯%)	১৯ (১৬.৫২%)	২০ (১৭.৩৯%)	১১ (৯.৫৬%)	১ (০.৮৬%)	১১৫ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	২৪ (৫১.০৬%)	৬ (১২.৭৬%)	৭ (১৪.৮৯%)	৮ (১৭.০২%)	২ (৪.২৫%)	-	৪৭ (১০০%)	
সর্বমোট	**৬৮ (৪১.২১%)**	**২৬ (১৫.৭৫%)**	**২৭ (১৬.৩৬%)**	**২৯ (১৭.৫৭%)**	**১৪ (৮.৪৮%)**	**১ (০.৬০%)**	**১৬৫**	

(সূত্র: নির্বাচন কমিশন)

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জন এইচএসসি, ১ জন স্নাতক, ১ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী।
- সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১১৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৪ জনের (৩৮.২৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। ২০ জন (১৭.৯৩%)এসএসসি, ১৯ জন (১৬.৫২%) এইচএসসি, ২০ জন (১৭.৩৯%) স্নাতক ও ১১ জন (৯.৫৬%) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী।
- সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ২৪ জন (৫১.০৬%) এসএসসি'র নীচে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী মোট ১০ জন (২১.২৭%) প্রার্থী।
- মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৮ জনেরই (৪১.২১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। অপরদিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৪৩ জন (২৬.১৫%)।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	-	৩						৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৫ (৪.৩৪%)	৮৫ (৭৩.৯১%)	৫ (৪.৩৪%)	৫ (৪.৩৪%)	২ (১.৭৩%)	১০ (৮.৬৯%)	৩ (২.৬০%)	১১৫ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	-	৪ (৮.৫১%)	২ (৪.২৫%)	১ (২.১২%)	২৪ (৫১.০৬)	১২ (২৫.৫৩%)	৪ (৮.৫১%)	৪৭ (১০০%)	
সর্বমোট	**৫ (৩.০৩%)**	**৯২ (৫৫.৭৫%)**	**৭ (৪.২৪%)**	**৬ (৩.৬৩%)**	**২৬ (১৫.৭৫%)**	**২২ (১৩.৩৩%)**	**৭ (৪.২৪%)**	**১৬৫ (১০০%)**	

(সূত্র: নির্বাচন কমিশন)

- প্রার্থীদের মধ্যে সিংহভাগেরই পেশা ব্যবসা ৯২ জন বা (৫৫.৭৫%)।
- সংরক্ষিত আসনের ৪৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৪ জনই গৃহিনী (৫১.০৬%)।
- ৩ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনই প্রার্থী ব্যবসাকে পেশা হিসেবে উল্লেখ করেন।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	১	৩	-	১	৩	
কাউন্সিলর	৩০	৩২	-	৪	১১৫	
মহিলা কাউন্সিলর	৩	২	-	-	৪৭	
সর্বমোট	**৩৪**	**৩৭**	**-**	**৫**	**১৬৫**	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিকারী ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে এবং ৩ জনেরই বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল। মো: আহসান হাবিব কামাল ৩০২ ধারায় (অতীত) মামলা ছিল।
- সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের ১১৫ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং অতীতে ৩২ জনের বিরুদ্ধে মামলা ছিল।
- সংরক্ষিত নারী আসনের ৪৭ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা আছে। অতীতে ছিল ২ জনের বিরুদ্ধে মামলা ছিলো, এর মধ্যে ৩০২ ধারার কোন মামলা ছিল না।
- বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে অতীত বা বর্তমানে মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল ৭১ জনের।

সম্পদের তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র			১	১			১		৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৭৬ (৬৬.০৮%)	২৬ (২২.৬০%)	৫ (৪.৩৪%)	৩ (২.৬০%)	২ (১.৭৩%)	১ (০.৮৬%)	-	২ (১.৭৩%)	১১৫ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	৪৬ (৯৭.৮৭%)	-	১ (২.১২%)	-	-	-	-	-	৪৭ (১০০%)	
সর্বমোট	**১২২ (৭৩.৯৩%)**	**২৬ (১৫.৭৫%)**	**৭ (৪.২৪%)**	**৪ (২.৪২%)**	**২ (১.২১%)**	**১ (০.৬০%)**	**১ (০.৬০%)**	**২ (১.২১%)**	**১৬৫ (১০০%)**	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৬৫ জন প্রার্থীর অধিকাংশেরই ১২২ জন বা ৭৩.৯৩%) সম্পদই ৫ লক্ষ টাকার নীচে।
- মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে মো: শওকত হোসেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ১০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৫০টাকা। আহসান হাবিব কামাল ও মাহমুদুল হক খান মামুনের সম্পদের পরিমান যথাক্রমে ২৭,৭৩০০০ টাকা ও ১৬, ৩৯,৯৩৬ টাকা।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ১০ কোটি	১০ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	-					২ (৬৬.৬৬%)	-	-	৩ (১০০%)	
কাউন্সিলর	৭ (৬.০৮%)	১০ (৮.৬৯%)	৪ (৩.৪৭%)	৪ (৩.৪৭%)	৫ (৪.৩৪%)	৩ (২.৬০%)	-	-	১১৫ (১০০%)	
মহিলা কাউন্সিলর	১ (২.১২%)	-	-	-	-	-	-	-	৪৭	
সর্বমোট	৮	১০	৪	৪	৫	৫	-	-	১৬৫	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ২ জনের ঋণ/দায়-দেনা রয়েছে। এর মধ্যে মো: আহসান হাবিব কামালের ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং মো: শওকত হোসেন এর ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৯৭ টাকার দায়-দেনা রয়েছে।
- সাধারণ ওয়ার্ডের ১১৫ জন প্রার্থীর মধ্যে মোট ঋণ গ্রহীতা ৩৩ জন (%), যার মধ্যে ৩ জনের ঋণ কোটি টাকার উপরে।
- সংরক্ষিত আসনের ৪৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ (%) জন ঋণ গ্রহীতা।

আয় ও কর সংক্রান্ত তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

নাম	বার্ষিক আয়		করযোগ্য আয়	প্রদত্ত করের পরিমাণ	পারিবারিক ব্যয় (বাৎসরিক)	মন্তব্য
	নিজের	নির্ভরশীল				
মো: আহসান হাবিব কামাল	২,৩০,০০০/-	৭,০০,০০০/-	২,৩০,০০০/-	৩,০০০/-	২,১০,০০০/-	
মাহমুদুল হক খান মামুন	১৩,৯৯,৯৩৬/-	২,৪০,০০০/-	১৩,৯৯,৯৩৬/-	-	৩,৪৯,৯৮৪/-	
মো: শওকত হোসেন	৩,৪৬,২৫,০৩০/-	২,৮৬,০০০/-	৩,৪৬,২৫,০৩০/-	৯১,৫৪,১০০/=	৭৬,৭৩,৩৩০/-	

সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- ৩ জন মেয়র প্রার্থীই করদাতা। বিগত অর্থবছরে মো: আহসান হাবিব কামাল ৩০০০/= টাকা, মাহমুদুল হক খান মামুন ৩০০০/= টাকা এবং মো: শওকত হোসেন হিরণ ৯১,৫৪,১০০/= কর প্রদান করেন।

আসুন, ভোটারদের জ্ঞাতার্থে প্রার্থীদের তথ্যগুলো তুলে ধরি, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। একইসঙ্গে সকলেই সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলি-

আমার ভোট আমি দেব
জেনে-শুনে-বুঝে দেব
সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীকে দেব

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:
www.votebd.org